সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮৪
WEEKLY BOOKLET:184

খাজা গরীবে নেওয়াজ رضی اللہ عنہ
এর মাযার শরীফ

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

খাজা গরীবে নেওয়াজ এর কারামত

- গরীবে নেওয়াজের পরিচিতি
- কালামুল্লার প্রতি ভালবাসা
- হুযুর গাউসে পাক ও খাজা গরীবে নেওয়াজ
- আমীরে আহলে সুন্নাত খাজার দরবারে
- নামায সম্মান লাভের উপায়

উপস্থাপনায়:
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া চট্টগ্রাম
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

খাজা গরীবে নেওয়াজ رحمۃ اللہ علیہ এর কারামত

আত্তারের দোয়াঃ হে **মুস্তফার প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই "**খাজা গরীবে নেওয়াজ** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **এর কারামত**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে খাজা গরীবে নেওয়াজ (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ) এর স্বপ্নে যিয়ারত নসীব করো এবং তাকে **তোমার সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশ করা ও বিনা হিসাবে **তাঁর** প্রতিবেশি হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: যে ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার প্রতি **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতাগণ ৭০বার রহমত প্রেরণ করবেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৬১৪, হাদীস ৬৭৬৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কথিত আছে, এক বাদশাহ খুবই অত্যাচারী ও বদমেজাজের ছিলো। তার শহরের পাশে একটি সুন্দর বাগান

www.dawateislami.net

ছিলো। যার পরিস্কার পরিছন্ন পানির একটি হাউজ ছিলো, একজন **আল্লাহ** ওয়ালা সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সেই বাগানে প্রবেশ করলেন এবং হাউজের পানি দ্বারা গোসল করে নামায আদায় করে সেখানে বসে কোরআনের তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে গেলেন, এমন সময় বাদশাহর আগমনের শোরগোল শুরু হয়ে গেলো, কিন্তু সেই **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দা শান্তভাবে **আল্লাহ পাকের** স্মরণে মশগুল রইলেন। যখন সেই অত্যাচারী শাসক তার শাহী শান ও শওকত সহকারে বাগানে প্রবেশ করলো তখন হাউজের পাশে সাদা পোষাকে একজন নেককার ব্যক্তিকে দেখে রাগান্বিত হয়ে গেলো, সে তার সিপাহীদের উপর রাগান্বিত হয়ে বললো: এই লোকটিকে কে আমার বাগানে বসার অনুমতি দিয়েছে? সিপাহীরা হতবাক হয়ে ছিলো যে, হঠাৎ সেই নেককার মনিষীর ফয়েযের দৃষ্টি সেই বাদশাহের উপর পড়লো, সেই বাদশাহ রীতিমতো কাঁপতে লাগলো আর কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলো এবং বেহুঁশ হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাকের** সেই নেককার বান্দা পানি আনিয়ে তার মুখে ছিটিয়ে দিলেন, কিছুক্ষণ পরই তার হুঁশ ফিরে আসলো, হুঁশ ফিরে আসতেই সে খুবই বিনয় ও নম্রতার সহিত নিজের ভূলের ক্ষমা চাইতে লাগলো এবং নিজের সকল

www.dawateislami.net

খাদেমসহ সেই **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দার হাতে তাওবা করে তাঁর গোলামীতে প্রবেশ করে নিলো। (হিন্দ কে রাজা, ৭৪ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে আউলিয়া! আপনারা কি জানেন, এই নেককার, প্রভাব সম্পন্ন, কোরআনের তিলাওয়াতকারী উত্তম গুণাবলী সমৃদ্ধ মনিষীটি কে ছিলেন? তিনি হলেন সিলসিলায়ে আলীয়া চিশতীয়ার মহান বুযুর্গ খাজায়ে খাজেগান, সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ হাসান সানজারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ, যিনি পরবর্তিতে হিন্দুস্থানের মুকুটহীন বাদশাহ হয়েছিলেন। যখন খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মদীনাতুল হিন্দ আজমীর শরীফে আগমন করেন, তখন তাঁর প্রচেষ্টায় লোকেরা দলে দলে ইসলাম কবুল করতে লাগলেন, সুতরাং দিল্লী থেকে আজমীর শরীফ পর্যন্ত সফরে প্রায় নব্বই (৯০) লাখ মানুষ মুসলমান হয়েছে। (মঈনুল আরওয়াহ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

খোয়াজায়ে হিন্দ ওহ দরবার হে আলা তেরা
কভী মাহরুম নেহী মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গরীবে নেওয়াজের পরিচিতি

হে আশিকানে খাজা গরীবে নেওয়াজ! আমাদের আক্বা, খাজা গরীবে নেওয়াজের মুবারক নাম হলো **"হাসান"**

www.dawateislami.net

আর উপাধী হলো **"মঈনুদ্দীন"**, **"আতায়ে রাসূল"**, **"সুলতানুল হিন্দ"**। খাজা ফার্সি ভাষার শব্দ আর এর অর্থ হলো **"সর্দার"**, **"মুনিব"**। **(ফিরুযুল লুগাত, ৬৩৩ পৃষ্ঠা)**

তাঁর সৌভাগ্যময় জন্ম ১৪ রজবুল মুরাজ্জব ৫৩৭ হিজরি, ১১৪২ সালে সিজিস্থান বা সিয়িস্থানের **"সানজার"** এলাকায় হয়েছে এবং ইন্তিকাল শরীফ (Death)ও রজবুল মুরাজ্জব মাসের ৬ তারিখ ৬৩৩ হিজরিতে হয়।

মুবারক সন্তানাদী

হে আশিকানে খাজা গরীবে নেওয়াজ! হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দু'জন শাহজাদা (Son) এবং একজন শাহজাদী (Daughter) ছিলো। বড় ছেলের নাম মুবারক ছিলো আবুল খায়ের হযরত খাজা ফখরুদ্দীন চিশতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। তিনি ইলমে জাহেরী ও বাতেনীর অধিকারী ছিলেন, আব্বাজান হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইন্তিকাল শরীফের পর ২০ বছর পর্যন্ত উত্তরাধীকার হিসাবে তিনি মানুষদের ফয়েয দান করেন। দ্বিতীয় ছেলে ছিলো আবু সালেহ হযরত খাজা হিসামুদ্দীন চিশতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। মেয়ের নাম মুবারক ছিলো বিবি হাফেজা জামাল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

www.dawateislami.net

তাঁর মেয়েকে বিশেষভাবে স্নেহ ও ভালবাসতেন, তিনি رَحمَةُ اللهِ عَلَيهَا খুবই পবিত্র চরিত্রের এবং ইবাদতগুজার মহিলা ছিলেন, আব্বাজানের বিশেষ দানক্রমে তাঁর মাধ্যমে মহিলারা খাজা সাহেবের অনেক ফয়েয লাভ করেন। খাজা সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীরও তাঁর একজন শাহজাদা ছিলো। যার নাম ছিলো খাজা আবু সাঈদ যিয়াউদ্দীন رَحمَةُ اللهِ عَلَيهِ, খাজা সাহেবের মাযার শরীফের পাশেই তাঁর কবর মুবারক রয়েছে।

(তাযকিরায়ে খাজা আজমেরী, ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

আপনে কদমোঁ মে বুলা খাজা পিয়া খাজা পিয়া
অউর জলওয়া ভি দেখা খাজা পিয়া খাজা পিয়া
হো করম বর হালে মা খাজা পিয়া খাজা পিয়া
আয পায়ে দাতা পিয়া খাজা পিয়া খাজা পিয়া
আহ! কিতনি দের সে মে দূর হোঁ আজমীর সে
জানে মে কব আওঙ্গা খাজা পিয়া খাজা পিয়া

صَلُّوا عَلَى الحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খাজার বর্ণনায় চারজন সাহাবায়ে কিরামের ঘটনা

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحمَةُ اللهِ عَلَيهِ একবার বলেন: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার আসহাবে কাহাফের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা করলেন তখন বলা হলো: আপনি তাঁদেরকে দুনিয়ায় প্রকাশ্যে দেখতে

www.dawateislami.net

পাবেন না, তবে আখিরাতে দেখবেন আর যদি আপনি চান যে, তারা দ্বীন ইসলামে এসে যাক তবে আমি তাঁদেরকে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছি। তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** চারজন সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিজের চাদরে বসান, (বাতাস) তাঁর মুবারক চাদরকে (উড়িয়ে) আসহাবে কাহাফের গুহায় পৌঁছে গেলো, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আসহাবে কাহাফকে সালাম করলেন, **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে জীবিত করলেন আর আসহাবে কাহাফগণ সালামের উত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আসহাবে কাহাফকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, যা তাঁরা গ্রহন করলো। (দলীলুল আরেফীন উর্দূ হাশত বেহেশত, ৮৩ পৃষ্ঠা) অন্যান্য কিতাবে এভাবে রয়েছে: আসহাবে কাহাফরা আরয করলো: "আমাদের পক্ষ থেকে **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি যতদিন আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকবে শান্তি বর্ষিত হোক এবং আপনাদের উপরও।" অতঃপর আসহাবে কাহাফ **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনলেন এবং দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করে নিলেন আর আরয করলেন: "**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করে দিবেন।"

(তাফসীরে সাআলবী, ১/১৩৯২। তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৫/২৩১)

www.dawateislami.net

মুস্তফা কি আম্বিয়া কি হার সাহাবী অউর অলী
কি মুহাব্বত হো আতা খাজা পিয়া খাজা পিয়া
দুশমনোঁ মে হোঁ ঘিরা সিদ্দিক কা সদকা বাচা
আল মদদ খাজা পিয়া খাজা পিয়া খাজা পিয়া
হার সাহাবীয়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী
চার ইয়ারানে নবী জান্নাতী
সব সাহাবীয়াত ভি জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কালামুল্লার প্রতি ভালবাসা

হে আশিকানে আউলিয়া! হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাফিযে কোরআন ছিলেন। তিনি প্রতি দিন ও রাতে একটি করে কোরআন খতম দিতেন এবং কোরআন খতমের পর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতো: হে মঈনুদ্দীন! আমি তোমার কোরআন খতমকে কবুল করলাম। (সীয়রুল আকতাব, ১৩৬ পৃষ্ঠা) তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন: যে ব্যক্তি কোরআনে করীমের দিকে তাকায় **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে তার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তার চোখ কখনো ব্যথীত হবে না আর শুকিয়েও যাবে না। একবার এক বুযুর্গ জায়নামাযে বসে ছিলেন এবং সামনে কোরআনে করীম ছিলো। এক অন্ধ এসে আরয করলো: আমি অনেক চিকিৎসা

www.dawateislami.net

করিয়েছি কিন্তু সুস্থ হয়নি, এবার আপনার নিকট এলাম, যাতে আমার চোখ ঠিক হয়ে যায়। আমি আপনার নিকট দোয়ার আবেদন করছি। সেই বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কিবলামূখী হয়ে ফাতিহা পাঠ করলেন এবং কোরআন শরীফ উঠিয়ে তার চোখে লাগিয়ে দিলেন, যার ফলে তার উভয় চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। (দলীলুল আরেফীন উর্দু হাশত বেহেশত, ৮০ পৃষ্ঠা)

রব কি ইবাদত কি দুশওয়ারী
দোনো আ'ফতে দূর হোঁ খাজা

অউর গুনাহোঁ কি বিমারী
ইয়া খাজা মেরী ঝোলী ভর দো

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে খাজা গরীবে নেওয়াজ! আমাদের আক্বা, হিন্দের রাজা, খাজা সাহেব প্রতিদিন দুইবার কোরআন খতম করতেন আর আমরা আশিকানে খাজার পুরো মাসে বরং পুরো বছরে একবারও কোরআন খতম হয়না? এটা কেমন প্রেম ও কেমন ভালবাসা? খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে প্রতিদিন কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করুন এবং এর বরকত অর্জন করুন, ঘরে কোরআনের তিলাওয়াত হতে থাকলে তখন রহমত অবর্তীণ হবে এবং বিপদাপদ দূর হবে। কোরআনের তিলাওয়াতের আগ্রহ পেতে **প্রিয় নবী, রাসূলে**

www.dawateislami.net

আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী পড়ুন আর প্রতিদিন কোরআনের তিলাওয়াত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

কোরআন তিলাওয়াতের ফযিলত

১. اَفۡضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِیۡ تِلَاوَةُ الۡقُرۡاٰنِ অর্থাৎ আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো, কোরআন তিলাওয়াত।

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ২/৩৫৪, হাদীস ২০২২)

২. **আল্লাহ পাক** প্রাণী সৃষ্টি করার হাজার বছর পূর্বে সূরা তোহা ও ইয়াসিনের তিলাওয়াত করেন, যখন ফিরিশতারা কোরআন শুনলো তখন বললো: কল্যাণ ও সৌন্দর্য সেই উম্মতের, যাদের উপর এটি অবতীর্ণ হবে এবং সৌন্দর্য ঐ বুকের, যা এটিকে ধারন করবে আর সৌন্দর্য ঐ মুখের, যা একে পাঠ করবে।

(আল মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহেরুল ইলম, ১/২১, হাদীস ১৪)

৩. তিন ধরনের লোক কিয়ামতের দিন কালো কস্তুরীর টিলার উপর থাকবে, তাদের কোন ধরনের আতঙ্ক থাকবে না, তাদের কাছ থেকে হিসাব নেয়া হবে না, একপর্যায়ে লোকেরা হিসাব থেকে অবসর হয়ে যাবে। (তাদের মধ্যে একজন) ঐ ব্যক্তি, যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করেছে ও মানুষের ইমামতি করেছে যখন তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট।

(শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৪৮, হাদীস ২০০২)

www.dawateislami.net

ইলাহী খোব দেয়দে শওকে কুরআ কি তিলাওয়াত কা,
শরফ দে গুম্বগে হাযারা কে ছায়ে মে শাহাদত কা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পীর ও মুর্শিদের দরবারে হাজেরী

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লাগাতার বিশ বছর তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত ওসমান হারওয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে ছিলেন এবং পীর ও মুর্শিদের সাথেই মদীনায় হাজেরীর সৌভাগ্য হয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজেরীর সময় মুওয়াজাহা মুবারকের সামনে তাঁর পীর ও মুর্শিদ যখন তাঁকে **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম করার জন্য বললেন, তখন গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই সম্মান ও আদব সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরয করলেন, তখন ভেতর থেকে উত্তর এলো: “وعليكم السلام يا قُطۡبَ المشائخ” এই উত্তর শুনে পীর ও মুর্শিদ শুকরিয়অর সিজদা আদায় করলেন এবং বললেন: এবার তুমি পরিপূর্ণ যোগ্যতায় পৌঁছে গেছো। (হিন্দ কে রাজা, ৭২ পৃষ্ঠা)

সুলতানে কাওনাইন কা সদকা মওলা আলী হাসনাইন কা সদকা,
সদকা খাতুনে জান্নাত কা ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হুযুর গাউসে পাক ও খাজা গরীবে নেওয়াজ

হে আশিকানে আউলিয়া! হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মইনুদ্দীন হাসান সানজিরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **নাজিবুত তারফাইন** (অর্থাৎ হাসানী ও হোসাইনী সৈয়দ) ছিলেন। তাঁর আব্বাজান ও আম্মাজান উভয়েরই সৈয়দ বংশীয় ছিলো। হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: আব্বাজানের দিক থেকে তাঁর বংশধারা শহীদে কারবালা হযরত ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও আম্মাজানের দিক থেকে তাঁর বংশ হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে গিয়ে মিলেছে। খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আম্মাজান ছিলেন হুযুর গাউসে পাক (শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর চাচাতো বোন, এই হিসাবে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মামা হতেন। (হায়াতে খাজায়ে আযম, ৬৯ পৃষ্ঠা)

আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, গোলামে গাউসে পাক, গাদায়ে গরীবে নেওয়াজ, আশিকে ইমাম আহমদ রযা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর নাতের কিতাব **"ওয়াসায়িলে বখশীশ"** এ লিখেন:

www.dawateislami.net

ইয়া মুইনুদ্দীন আজমেরী! করম কি ভিখ দো
আয পায়ে গাউস ও রযা খাজা পিয়া খাজা পিয়া
শাব্বির ও শাব্বার কা সদকা বালায়ে দূর হো
এ্যয় মেরে মুশকিল কোশা খাজা পিয়া খাজা পিয়া

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম আহমদ রযার মুখে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কারামত

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার থেকে অসংখ্য ফয়েয ও বরকত অর্জিত হয়, মাওলানা মরহুম বারাকাত আহমদ সাহেব, যিনি আমার পীর ভাই ও আমার সম্মানিত আব্বাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শাগরেদ ছিলেন, তিনি আমাকে বর্ণনা করেন; আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, একজন অমুসলিম যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিকেন ফক্স (জল বসন্ত) ছিলো, **আল্লাহই** জানে কিরূপ ছিলো, ঠিক দুপুরে আসতো আর দরবার শরীফের সামনের কঙ্কর ও পাথরে ফিরে আসতো আর বলতো: হে খাজা! শরীর জ্বালাতন করছে। তৃতীয়দিন আমি দেখলাম, একেবারেই ঠিক হয়ে গেছে। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৩৮৪ পৃষ্ঠা) আলা হযরতের

www.dawateislami.net

ভাইজান হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে আরয করেন:

ফির মুঝে আপনা দরে পাক দেখা দেয় পেয়ারে
আখোঁ পুর নূর হো ফির দেখ কে জলওয়া তেরা
মুহিউদ্দীন গাউস হে অউর খাজা মইনুদ্দীন হে
এ্যয় হাসান কিউঁ না হো মাহফুয আকীদা তেরা

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শিশুকাল থেকেই গরীবে নেওয়াজ

ঈদের দিন ছিলো, চারিদিকে আনন্দের ঘনঘটা ছিলো, হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তম পোশাক পরিধান করে ঈদের নামায পড়তে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ রাস্তায় একজন অন্ধ ছেলেকে দেখলেন, যে পথে উদাস ও বিষন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, তার দুঃখভরা চেহারা ও ছেঁড়া জুতায় অবস্থা দেখে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মন কেঁদে উঠলো, তখনই নিজের পোশাক খুলে সেই গরীব ও অন্ধ ছেলেটিকে পরিয়ে দিলেন (এবং নিজে পুরোনো কাপড় পরিধান করে তার সাথে ঈদগাহে গেলেন। এই ঘটনার আলোকে এরূপ বলা ভূল হবে না যে, বাল্যকাল থেকেই হযরত খাজা **"গরীবে নেওয়াজ"** ছিলেন।

(মইনুল হিন্দ হযরত মঈনুদ্দীন আজমেরী, ৬৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ঝুলিয়াঁ ভরতে হো মাঙ্গতোঁ কি মুঝে ভি হো আতা
হিসসায়ে জুদ ও সাখা খাজা পিয়া খাজা পিয়া
নায়ে মে সায়িল রাজ কা নায়ে তখত কা নায়ে তাজ কা
মে ফকত মাঙ্গতা তেরা খাজা পিয়া খাজা পিয়া

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মনের কথা জেনে নিলেন (ঘটনা)

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সফরের সময় একজন দূর্বল শরীরের বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত করেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন; আমি ভেবেছিলাম যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো: আপনি এত দূর্বল কেন? সেই বুযুর্গ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন, খাজা সাহেবের জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি নিজেই বলে দিলেন: একদিন আমার বন্ধুদের সাথে একটি কবরস্থানে গেলাম। আমি একটি কবরের নিকট বসে গেলাম, সেখানে কোন হাসির কথা হলে তখন আমি অট্টহাসি হেসেছিলাম, সেই কবর থেকে আওয়াজ আসলো: হে উদাসীন! যার পেছনে মৃত্যু রয়েছে এবং যার সাথে মালাকুল মউতের সাক্ষাত হবে আর যে মাটির নিচে কবরে দাফন হয়ে যাবে, যেখানে তার সাথী হবে সাপ ও বিচ্ছু, সে হাসে কিভাবে? যখন আমি একথা শুনলাম, সেখান থেকে উঠলাম এবং বন্ধুদের ছেড়ে এই গুহায় এসে থাকতে লাগলাম, আজ পর্যন্ত সেই ঘটনার

www.dawateislami.net

ভয়ে বিগলিত হয়ে যাচ্ছি এবং চল্লিশ বছর পর্যন্ত লজ্জায় আমি আকাশের দিকে তাকাইনি। (তাযকিরায়ে খাজা আজমির, ১৪ পৃষ্ঠা)

ডুবা আভী ডুবা মুঝে লিল্লাহ সানভালো
সেয়লাব গুনাহোঁ কা বড়ে জোর সে আয়া
হো চশমে শিফা আব তু শাহা! সুয়ে মরীযাঁ
ইসইয়াঁ কে মরয নে হে বড়া জোর দেখায়া

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। যদিও "অট্টহাসি" দেয়া গুনাহ নয় কিন্তু তা থেকে বিরত থাকা উচিৎ, কেননা অট্টহাসি লাগানো সুন্নাত নয় এবং বেশি হাসালে অন্তর মরে যায়, তাছাড়া কবরস্থানে হাসা তো আরো বেশি মন্দ বিষয়, কেননা কবরস্থান হলো শিক্ষার্জনের স্থান, এখানে এসে তো নিজের মৃত্যু ও দাফন হওয়াকে স্মরণ করে কান্না করা উচিৎ, তিরমিযী শরীফের হাদীসে রয়েছে: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আনন্দকে (বিভিন্ন স্বাদকে) নিঃশেষকারী মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো।

(তিরমিযী, ৪/১৩৮, হাদীস ২৩১৪)

অতএব সত্য অন্তরে নিজের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে আউলিয়ায়ে কিরামে رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام মুবারক

www.dawateislami.net

জীবনির আলোকে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নেকী করা এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করাতে ব্যস্ত হয়ে যান, তাছাড়া নেককার হওয়ার জন্য **"৭২টি নেক আমল"** এর উপর নিয়মিত আমল করুন, প্রতিদিন সময় নির্ধারন করে নিজের সারাদিনের আমলকে যাচাই করে নিন এবং নেক আমল হলে **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা এবং গুনাহ হয়ে যাওয়া অবস্থায় সত্য অন্তরে তাওবা করা উচিৎ।

গোরে নি'কা বাগ হোগী খুলদ কা মুজরিমোঁ কি কবর দোযখ কা গাড়া
খিলখিলা কর হাস রাহা হে বে খবর! কবর মে রোয়ে গা চিখেঁ মার কর
কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী কবর মে ওয়ারনা সাযা হোগী কড়ী
ওয়াক্তে আখির ইয়া খোদা! আত্তার কো খেয়র সে সরকার কা দীদার হো

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গরীবে নেওয়াজের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালবাসা

শায়খে তারীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه ৫ই রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩১ হিজরি

www.dawateislami.net

"ওরশে খাজা গরীবে নেওয়াজ" এর সময় হওয়া তাঁর এক বয়ানে বলেন: বড় বড় বাদশাহ দুনিয়ায় এসেছে আর চলেও গেছে কিন্তু এই মুকুটহীন বাদশাহ (অর্থাৎ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) এর দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে শত শত বছর হয়ে গেছে, আজও মাযারে লাখো প্রেমিক জড়ো হয়, কোন জীবিত বাদশাহ বা উজিরও লাখো লোক জড়ো করতে পারে না, করলেও অনেক চড়াই উতরাই পাড় করতে হয়, কিন্তু খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্রাজ্য লাখো নয় বরং কোটি কোটি মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং সারা দুনিয়া থেকে লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসতে থাকে, শুধু মুসলমানরা নয় বরং অমুসলিমরাও তাঁর দরবারে এসে মাথা অবনত করে থাকে, এমনই উচ্চ তাঁর শান।

আমীরে আহলে সুন্নাত খাজার দরবারে

হে আশিকানে খাজা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত হলেন এক মহান আশিকে খাজা ও রযা, তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه দুইবার আজমীর শরীফে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার শরীফে হাজেরী দিয়েছেন, ১৯৯৮ সালের শা'বানুল মুয়াযযমের মুবারক মাসে নফল রোযা রেখে তাঁর উত্তরসূরী শাহজাদা হুযুর, হাজী উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الۡعَالِي

www.dawateislami.net

এবং কয়েকজন আশিকানে খাজার সাথে ফজরের নামাযের পর গরীবে নেওয়াজের মাযারে উপস্থিত হন, আশিকে খাজা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه আজমীর শরীফ পৌঁছে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শানে একটি **"মানকাবাত"** লিখেন, যার প্রথম কলি হলো: **"মে হো সায়িল মে হো মাঙ্গতা, ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো" "হাত বাড়া কর ঢাল দো টুকরা ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো"**। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে মর্মর পাথরের মুবারক জালির দিকে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে নিজের চাদর শরীফকে ভিক্ষার ঝুলির ন্যায় বানিয়ে মানকাবাত পাঠ করছিলেন, আর এই বাক্যটি **"ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো, ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো"** বারবার পাঠ করছিলেন, তখন কোথা হতে একটি তাজা গোলাপের পাপড়ী আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর ঝুলিতে এসে পড়লো, অতঃপর খুশি হয়ে এরূপ বলতে লাগলেন যে, **"খাজা আমার ঝুলি পূর্ণ করে দিয়েছেন, খাজা আমার ঝুলি পূর্ণ করে দিয়েছেন"**, এমন সময় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর উত্তরসূরী শাহজাদায়ে আত্তার হাজী ওবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الۡعَا لِي সেই পাপাড়ী তাঁর প্রিয় আব্বাজানের চাদর শরীফ থেকে উঠিয়ে

www.dawateislami.net

নিলেন এবং মাগরীবের পর ইফতারের সময় তা খেয়ে নিলেন। **আল্লাহ পাকের** রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মানকাবাতের কয়েকটি কলিঃ

মে হোঁ সায়িল মে হোঁ মাঙ্গতা ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো
হাত বাড়া কর ঢাল দো টুকরা ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো
জু ভি সায়িল আ'জাতা হে মন কি মুরাদেঁ পা জাতা হে
মে নে ভি দামান হে পাসারা ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো
মুঝ কো ইশকে রাসূল আতা হো খাজা নযরে করম সে বানা দো
শাহে মদীনা কা দিওয়ানা ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো
দেয় দো তুম আত্তার কো খাজা সুন্নাত কি খেদমত কা জযবা
হার সু দ্বীন কা বাজা দেয় ডঙ্কা ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আশিকে গরীবে নেওয়াজ

হে আশিকানে আউলিয়া! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ সকল সাহাবী ও আহলে বাইত عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ও

www.dawateislami.net

আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি প্রবল ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করেন, খাজা গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনুদ্দীন হাসান সানজিরি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি তাঁর ভালবাসার উদাহরণ তিনি নিজেই, আমীরে আহলে সুন্নাত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে খুবই ভালবাসেন, প্রায় তিনি তাঁর বয়ানে ও মাদানী মুযাকারায় ভারতে বসবাসকারী আশিকানে রাসূলকে এভাবে উদ্দেশ্য করে বলেন: "আমার খাজা ও রযা"র ভারতে বসবাসকারী ইসলামী ভাইয়েরা। আমীরে আহলে সুন্নাত খাজা সাহেবের শানে তাঁর নাতের কিতাব **"ওয়াসায়িলে বখশীশ"** এ তিনটি মানকাবাত লিখেছেন এবং তিনি খাজা সাহেবের কারামত সম্পর্কে **"ভয়ানক জাদুকর"** নামে একটি পুস্তিকাও লিখেছেন, তাছাড়া আমীরে আহলে সুন্নাত খাজা সাহেবের ওরশ শরীফ ৬ রজবুল মুরাজ্জবের সাথে সম্পর্ক রেখে ৬টি মাদানী মুযাকারারও ব্যবস্থা করেন, যেমনিভাবে এই মাদানী মুযাকারায় খাজা গরীবে নেওয়াজসহ অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن কল্যাণময় আলোচনার মাধ্যমে আশিকানে আউলিয়াকে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়, তেমনিভাবে মাদানী মুযাকারার পূর্বে গরীবে নেওয়াজের স্মরণে আন্তর্জাতিক

www.dawateislami.net

মাদানী মারকাযে "জুলুশে খাজা"ও বের করা হয়, যাতে আমীরে আহলে সুন্নাতের খাজা সাহেবের শানে লিখিত বিভিন্ন "শ্লোগান" এবং মানকাবাত পাঠ করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাতের খাজা সাহেবের শানে লিখিত শ্লোগান:

খাজায়ে খাজেগান	গরীবে নেওয়াজ গরীবে নেওয়াজ
এ্যয় শাহে সালেহান	গরীবে নেওয়াজ গরীবে নেওয়াজ
হে কিসে বে কিসাঁ	গরীবে নেওয়াজ গরীবে নেওয়াজ
মুর্শিদে না'কিসাঁ	গরীবে নেওয়াজ গরীবে নেওয়াজ
হামিয়ে বে বসাঁ	গরীবে নেওয়াজ গরীবে নেওয়াজ
হাদিয়ে গুমরাহাঁ	গরীবে নেওয়াজ গরীবে নেওয়াজ
সৈয়দে যাহিদাঁ	গরীবে নেওয়াজ গরীবে নেওয়াজ
রাহবারে কামেলাঁ	গরীবে নেওয়াজ গরীবে নেওয়াজ

আমীরে আহলে সুন্নাত খাজা সাহেবের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বিশেষকরে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওরশের সময় একটি কার্ড নিজের বুক মুবারকে লাগিয়ে রাখেন, যেটাতে গরীবে নেওয়াজের দু'টি বাণী লিখা রয়েছে, আত্তারী কার্ডে খাজা সাহেবের ঝলমলে সাদা গম্বুজের ছবিও দেয়া আছে। (কার্ডের ছবি নিম্নে দেয়া হলো)

www.dawateislami.net

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাল কিভাবে মুখ দেখাবো?

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার এমন এক শহর দিয়ে অতিক্রম করেন, যেখানে লোক সময়ের পূর্বেই নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতো এবং সময়মত নামায আদায় করতো। তাদের মতে, যদি আমরা নামাযের প্রস্তুতিতে তাড়াতাড়ি না করি তবে হয়তো এর সময় চলে যাবে, অতঃপর কাল কিয়ামতের দিন কিভাবে এই মুখ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখাবো? (দলীলুল আরেফীন, ৬৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

নামায সম্মান লাভের উপায়

হে আশিকানে গরীবে নেওয়াজ! হযরত খাজা গরীনে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী সমগ্রের প্রসিদ্ধ কিতাব **"দলীলুল আরেফীন"** এ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: বান্দা শুধুমাত্র নামাযের মাধ্যমেই সম্মানের অধিকারী হতে পারে, তাই নামায মুমিনের মেরাজ। সকল মর্যাদার চেয়ে বড় হলো নামায, **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাতের সর্বপ্রথম ওসীলা হলো "নামায"ই, তিনি আরো বলেন: নামায হলো একটি গোপন বিষয়, যা **আল্লাহ পাকের** দরবারে বান্দা বর্ণনা করে থাকে। হাদীসে পাকে রয়েছে: নামাযী হলো আপন প্রতিপালকের নিকট মুনাজাত কারী। (মুসলিম, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৩০) তিনি আরো বলেন: নামায হলো একটি আমানত, যা **আল্লাহ পাক** তাঁর বান্দাকে সমর্পণ করেছে, অতএব বান্দার উপর আবশ্যক যে, তারা যেনো এই আমানতের কোনরূপ খেয়ানত না করে। (দলীলুল আরেফীন উর্দূ হাশত বেহেশত, ৬৪ পৃষ্ঠা)

হার ইবাদত সে বরতর ইবাদত নামায
সারে দৌলত সে বড় কর হে দৌলতে নামায
নারে দোযখ সে বেশক বাচায়ে গী ইয়ে
রব সে দিলওয়ায়ে গী তুম কো জান্নাত নামায
ইয়া খোদা তুঝ সে আত্তার কি হে দোয়া
মুস্তফা কি পড়ে পেয়ারী উম্মত নামায

www.dawateislami.net

একবার অসন্তুষ্ট হলেন

সিলসিলায়ে চিশতীয়ার মহান বুযুর্গ, হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি ২০ বছর পর্যন্ত শায়খুল মাশায়িখ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে ছিলাম, এই পুরো সময়ে আমি শুধুমাত্র একবারই তাঁকে কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হতে দেখেছি, তা হলো: তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার কোথাও যাচ্ছিলেন, তাঁর এক মুরীদকে এক ব্যক্তি ধরে জিজ্ঞাসা করছিলো যে, আমার টাকা দাও (অর্থাৎ কঠোরতার সহিত তার ঋণ আদায় করছিলো)। খাজা সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন এটা দেখলো তখন সেই ব্যক্তিকে অনেক বুঝালেন কিন্তু সেই ব্যক্তি মানছিলো না, অবশেষে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের মুবারক কাঁধ থেকে চাদর খুলে মাটিতে ছুড়ে দিলেন, তা সোনার আশরাফী দ্বারা ভর্তি ছিলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যত টাকা তুমি আমার মুরীদের নিকট পাও, এখান থেকে নিয়ে যাও, তার চেয়ে বেশি নিবে না, সে লোভে পড়ে কিছু বেশি নিতে চাইলে তখন তার হাত শুকিয়ে গেলো, সে গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে আরয করলো: আমি

www.dawateislami.net

তাওবা করছি, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দোয়া করলে তার হাত ঠিক হয়ে গেলো। (আসরারুল আউলিয়া, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

তেরে উলফত মে জিউঁ তেরী মাহাব্বাত মে মারোঁ
হো করম এ্যয়সা শাহা! খাজা পিয়া খাজা পিয়া
এক যররা হো আতা আত্তার কে হো জায়েগা
খাজা! ঘর ভর কা ভালা খাজা পিয়া খাজা পিয়া

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

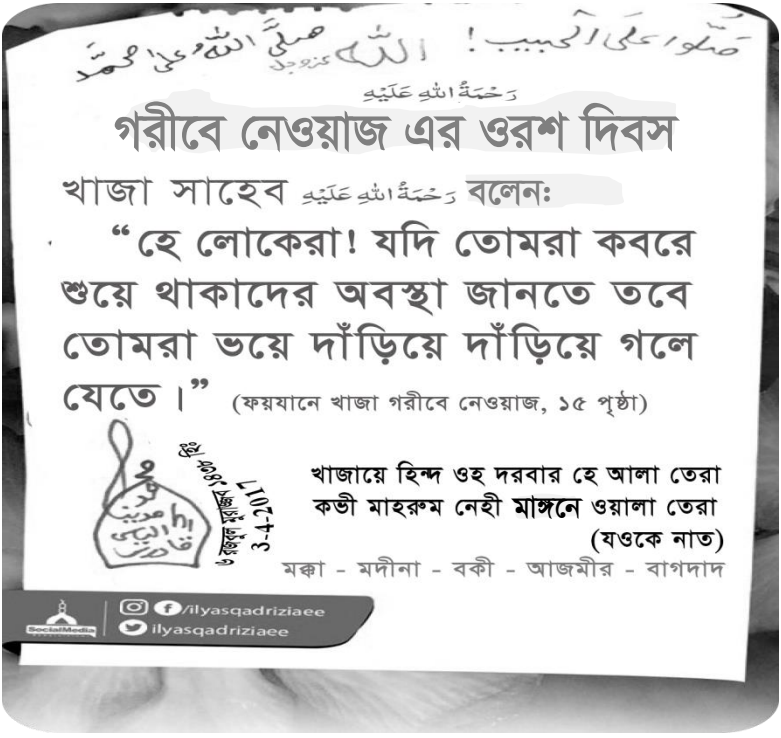

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

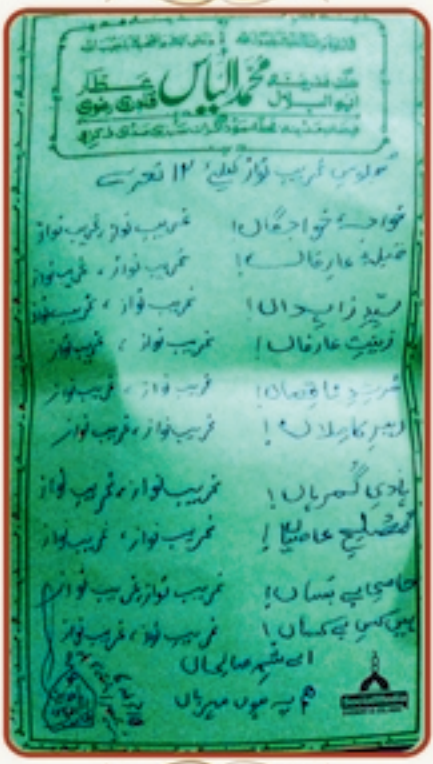

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net